জেনারেল অরোরার কাছে পাকিদের আত্মসমর্পণ এবং সে অনুষ্ঠানে ওসমানীর অনুপস্থিতি প্রসঙ্গ

নুরুজ্জামান মানিক

একাত্তরের ঘাতক দালালরা গত ৩৮ বছর ধরে প্রচার করে আসছে -পাকিরা নাকি ভারতের কাছে সারেন্ডার করেছে , ভারতই ষড়যন্ত্র করে এমন করিয়েছে , মুক্তিবাহিনীর সিএনসি ওসমানিকে সারেন্ডার অনুষ্ঠানে থাকতে দেয়া হয়নি -ইত্যাদি ইত্যাদি ।

আসুন দেখা যাক , কেন ওসমানি অনুপস্থিত ছিলেন ?কেনই বা পাকিরা মিত্রবাহিনীর অরোরার কাছে সেরান্ডার করলেন ? এবং তা’ আদৌ ভারতের ষড়যন্ত্র কিনা ?

আসলে পাকিরা ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বতমানে সোরওয়ার্দি উদ্যানে) আত্মসমর্পন করেছিল যৌথকমান্ডের অন্যতম অধিনায়ক জেনারেল অরোরার কাছে । দেখুন দলিল -

INSTRUMENT OF SURRENDER

The PAKISTAN Eastern Command agree to surrender all PAKISTAN Armed Forces in BANGLA DESH to Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA, General Officer Commanding in Chief of the Indian and BANGLA DESH forces in the Eastern Theatre. This surrender includes all PAKISTAN land, air and naval forces as also all para-military forces and civil armed forces. These forces will lay down their arms and surrender at the places where they are currently located to the nearest regular troops under the command of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA.

The PAKISTAN Eastern Command shall come under orders of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA as soon as this instrument has been signed. Disobedience of orders will be regarded as a breach of the surrender terms and will be dealt with in accordance with the accepted laws and usages of war. The decision of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA will be final, should any doubt arise as to the meaning or interpretation of the surrender terms.

Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA gives a solemn assurance that personnel who surrender shall be treated with dignity and respect that soldiers are entitled to in accordance with provisions of the GENEVA Convention and guarantees the safety and well-being of all PAKISTAN military and para-military forces who surrenders. Protection will be provided to foreign nationals, ethnic minorities and personnel of WEST PAKISTAN origin by the forces under the command of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA.

(JAGJIT SINGH AURORA)
Lieutenant-General
General Officer Commanding in Chief
India and BANGLA DESH Forces in the
Eastern Theatre

16 December 1971.

(AMIR ABDULLAH KHAN NIAZI)
Lieutenant-General
Martial Law Administrator Zone B and
Commander Eastern Command (Pakistan)

16 December 1971

২। বাংলাদেশের পক্ষে এই অনুষ্ঠানে প্রতিনিধিত্ব করেন মুক্তিবাহিনীর উপপ্রধান গ্রুপ ক্যাপ্টেন (এয়ার ভাইস মার্শাল) একে খন্দকার। আরো উপস্থিত ছিলেন ২ নং সেক্টর (ঢাকা) কমান্ডার এ টি এম হায়দার। নিচের ছবিতে দেখুন জেনারেল অরোরা আর নিয়াজির সাথে অপুর্ব ভঙ্গীতে কাঁধে চাইনিজ এসএমজি নিয়ে পাকবাহিনীর আত্মসমর্পন টেবিলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন মেজর হায়দার।

৩। আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে জেনারেল এমএজি ওসমানীর অনুপস্থিতি নিয়ে আজও কুতর্ক তুলছে বিএনপি-জামাত। বস্তুত আত্মসমর্পণ সিদ্ধান্তের আগেই ওসমানী সিলেট চলে গিয়েছিলেন। ড. এ আর মল্লিক স্মৃতিচারণ-"তাজউদ্দিন আহমদ এর সঙ্গে আমার কথা হচ্ছিলো। তাজউদ্দিন আহমদ আমাকে বললেন , দেখুন তো পাকিস্তান আর্মী সেরান্ডার করবে , প্লেন যাবে অথচ ওসমানি সাহেবকে পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি মনে হয় খুব রিলাকটেন্ট। এর কারণ কিতা বুঝা গেলনা। তিনি আমাকে বললেন , একটু খুজে দেখতে হবে। খোজাখুজি আমিও করলাম। কিন্তু পেলাম না। পরে শুনলাম যে তিনি এয়ারপোর্টে গিয়ে একটি হেলিকপ্টার নিয়ে সিলেট চলে গেছেন কাউকে না জানিয়ে। " (দ্র. আমার জীবন কথা ও বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম, আগামী প্রকাশনী , ১৯৯৫ , পৃষ্ঠা ১১৫)

তার এই অনুপস্থিতিতে নানা গুজব রটনা তখন ছড়ানো হবে। এ নিয়ে পরেও যে বিতর্ক হবে এমন আশংকা তখনই প্রকাশ করেছিলেন এম এ মোহাইমেন।

৪। পাকিরা শুধু ঢাকাতেই আত্মসমর্পণ করেনি , দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আত্মসমর্পণ চলে। সিলেটে পাকিদের আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে সিএনসি জেনারেল ওসমানী, জেড ফোর্স কমান্ডার জিয়া, সেক্টর

কমান্ডার মীর শওকত ৩য় ইস্ট বেঙ্গল কমান্ডার শাফায়াত জামিল উপস্থিত ছিলেন ।(দেখুন, আমাদের সংগ্রাম চলবেই, প্রথম খন্ড -দ্বিতীয় পর্ব, অপরাজেয় সংঘ, ঢাকা, ১৯৮৯; কর্নেল শাফায়াত জামিল , একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ রক্তাক্ত মধ্য আগষ্ট ও ষড়যন্ত্রময় নভেম্বর , সাহিত্যপ্রকাশ , ঢাকা ২০০০)

৫। (স্কË[2 î[Î § f- ¸Why was the Commander in Chief of the Bangladesh Army, General MAG Osmani, absent at the ceremony?

Jacob: There is a lot of propaganda about it. The fact is, he was in Sylhet. He was in a helicopter that was shot at by the Pakistan army. I had ordered everyone on the Bangladesh side to stay in Kolkata. But he rode the chopper, got shot and couldn't attend the ceremony. It's not our fault. He should have been there. We wanted him there. Khondkar attended in his absence.

৬। জেনারেল ইয়াহিয়া জেনারেল মানেকশ'র নিকট একটি আবেদনে জানালেন যে, পাকবাহিনী আত্মসমর্পনে প্রস্তুত তবে তাদের শুধু একটি প্রার্থনা যে আত্মসমর্পন গ্রহন করবে ভারতীয় সেনানায়কেরা । কারণ ভারত জেনেভা কনভেনশন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত । কিন্তু বাংলাদেশ যেহেতু জেনেভা কনভেনশনে সই করেনি তাই বাংলাদেশের জেনেরেলের নিকট আত্মসমর্পন করা সম্ভব নয় ।কারণ মুক্তিবাহিনী যদি প্রতিশোধমূলক হত্যা চালায় তবে আন্তর্জাতিক আইন বা জেনেভা কনভেনশন তাদের রক্ষা করতে পারবে না । (দেখুন, স্বাধীন বাংলার অভ্যুদয় এবং অতঃপর , নওরোজ কিতাবিস্তান , ঢাকা, ১৯৮২, পৃষ্ঠা ১৩১)

৭। ১৮ তারিখে ওসমানী সদর দপ্তরে ফিরে আসেন ।তাকে নিয়ে নানা গুজব শুনে ভীষণ ক্ষুব্ধ হন তিনি। এবার আসুন শুনি স্বয়ং ওসমানির বক্তব্য-"দেখুন আমরা স্বাধীনতা অর্জন করতে যাচ্ছি। কিন্তু দুঃখ হলো স্বাধীন জাতি হিসেবে আমাদের মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ সম্পর্কে কোনো চেতনা এখনও জন্ম হয়নি। আমাকে নিয়ে রিউমার ছড়ানোর সুযোগটা কোথায়? কোনো সুযোগ নেই। তার অনেক কারণ রয়েছে। নাম্বার ওয়ান- পাকিস্তানী সেনাবাহিনী কবে আত্মসমর্পণ করবে আমি জানতাম না। আমি কলকাতা ছেড়ে চলে যাওয়ার পর তাদের আত্মসমর্পণের প্রস্তাব এসেছে।

নাম্বার টু- ঢাকায় আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে আমার যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। কারণ এই সশস্ত্র যুদ্ধ ভারত-বাংলাদেশের যৌথ কমান্ডের অধীনে হলেও যুদ্ধের অপারেটিং পার্টের পুরো কমান্ডে ছিলেন ভারতীয়

সেনাপ্রধান লেফট্যানেন্ট জেনা□রেল স্যাম মানেকশ। সত্যি কথা হচ্ছে আমি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত কোনো নিয়মিত সেনাবাহিনীর সেনাপ্রধানও নই। আন্তর্জাতিক রীতিনীতি অনুযায়ী পাকিস্তান সেনাবাহিনী আমার কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারে না। কারণ বাংলাদেশ জেনেভা কনভেনশনে স্বাক্ষরকারী কোনো দেশ নয়।

আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে জেনারেল মানেকশকে রিপ্রেজেন্ট করবেন লে.জে অরোরা। জেনারেল মানেকশ গেলে তার সঙ্গে যাওয়ার প্রশ্ন উঠতো। সার্বভৌম সমতার ভিত্তিতে আমার অবস্থান জেনারেল মানেকশর সমান। সেখানে তার অধীনস্থ আঞ্চলিক বাহিনীর প্রধান জেনারেল অরোরার সফরসঙ্গী আমি হতে পারি না। এটা দেমাগের কথা নয়। এটা প্রটোকলের ব্যাপার। আমি দুঃখিত, আমাকে অবমূল্যায়ন করা হয়েছে। আমাদের মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধের বড় অভাব।

ঢাকায় ভারতীয় বাহিনী আমার কমান্ডে নয়। জেনারেল মানেকশর পক্ষে জেনারেল অরোরার কমান্ডের অধীন। পাকিস্তানী সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করবে যৌথ কমান্ডের ভারতীয় বাহিনীর কাছে। আমি সেখানে (ঢাকায়) যাবো কি জেনারেল অরোরার পাশে দাড়িয়ে তামাশা দেখার জন্য? হাও ক্যান আই!

আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করবেন জেনারেল মানেকশর পক্ষে জেনারেল জগজি□ সিং অরোরা আর পাকিস্তানী বাহিনীর পক্ষে জেনারেল নিয়াজী। এখানে আমার ভূমিকা কি? খামোখা আমাকে নিয়ে টানা হ্যাচড়া করা হচ্ছে।

পাশাপাশি কেনো মুক্তিবাহিনীর কাছে পাকিস্তানীরা আত্মসমর্পণ করেনি এটার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন ওসমানী সংক্ষেপে ব্যাপারটা এমন যে যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে আন্তর্জাতিক নীতিমালা আছে যার অন্যনাম জেনেভা কনভেনশন। বাংলাদেশ এই কনভেনশনে স্বাক্ষরকারী দেশ নয় বলেই সেই নীতিমালা মানতে মুক্তিবাহিনী বাধ্য ছিলো না। তাই তাদের হত্যা করলে বা তাদের উপর অত্যাচার করলে বলার থাকতো না কিছু। পাকিস্তানীরা জেনেশুনে সে ঝুকি নেয়নি। তাছাড়া ৯০ হাজার যুদ্ধবন্দীকে খাওয়ানো পড়ানো তদারক করার ক্ষমতাও যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের ছিলো না। তখনও নিজের খাওয়াটাই যে জোটে না!" (দ্র. একাত্তরের রণাঙ্গন অকথিত কিছু কথা, নজরুল ইসলাম, অনুপম প্রকাশনী ১৯৯৯)